একান্ত শাখা, মহাপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

১৩/৬/১০

প্রঃ শাঃ-১	বাস্তবায়ন	পরিকল্পনা	মাননিয়ন্ত্রণ	বাজেট
প্রঃ শাঃ-২	প্রশিক্ষণ	মনিটরিং	চিংড়ি	হিসাব
ACR শাখা	সমন্বয়	ক্ষুদ্র ঋণ	সামুদ্রিক	অডিট
সাধারণ শাখা	লাইব্রেরী	লিগ্যাল	মৎস্য জরীপ	ক্যাশ
জলমহাল	ICT সম্প্র	সম্প্রসারণ	মৎস্য চাষ	

তারিখঃ..................... দিনপঞ্জি নং-.....................

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২(আইন) শাখা।

নং মপ্রাম/মা-২(আইন)/মঃখাদ্যঃ পশুখাদ্য আইন-৭/২০০৬(অংশ-২)/২৮২ তারিখ ঃ ১০/০৬/২০১০খ্রিঃ

বিষয় ঃ মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান-নিয়ন্ত্রণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপনন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত লাইসেন্স এর জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ, ২০০৮ বিগত ২১/০৫/২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় (সংলাগ-১)। এই অধ্যাদেশের অধীনে মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান-নিয়ন্ত্রণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপনন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত লাইসেন্স এর জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করে (সংলাগ-২)। তবে উক্ত অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদে পাশ না হওয়ায় উহার কার্যকারিতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়।

০২। বর্তমানে ২৮/০১/২০১০ তারিখে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় (সংলাগ-৩)। এই আইনের ধারা-৪ মোতাবেক বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন/পরিচালনার নিমিত্ত লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক (সংলাগ-৪) করা হয়েছে।

> ধারা-৪ ঃ "এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন না।"

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ৮ এ উল্লেখ রয়েছে যে, -

> ধারা-৮ ঃ "এই আইনের অধীন প্রদেয় লাইসেন্স এর ফি ও নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি এর হার ধার্য করতে পারবে।"

কার্য-বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৩ মোতাবেক ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/পরামর্শ প্রয়োজন।

০৩। বর্তমানে মৎস্যখাদ্য বিধিমালা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে, যা সময় সাপেক্ষ। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ৮ মোতাবেক মৎস্যখাদ্য বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান-নিয়ন্ত্রণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপনন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর লাইসেন্স প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে

অঃপৃঃদ্রঃ ২।

আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি এর প্রস্তাব করা হলো ঃ-

আংশিক সংশোধিত ছক

ক্রমিক	লাইসেন্সের ক্যাটাগরী	মৎস্য অধিদপ্তর	ফি (টাকা)			
			আবেদন ফি	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	আপিল আবেদন ফি
১	২	৩	৫	৬	৭	৬
১।	ক্যাটাগরি-১ ঃ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ।	মৎস্যখাদ্য	৫,০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	৬,০০০/-
২।	ক্যাটাগরি-২ ঃ মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি	মৎস্যখাদ্য	৫,০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	৬,০০০/-
৩।	ক্যাটাগরি-৩ (ক) ঃ মৎস্যখাদ্য বিক্রয় (পাইকারী)	মৎস্যখাদ্য	৩,০০/-	১,০০০/-	৫,০০/-	৬,০০/-
৪।	ক্যাটাগরি-৩ (খ) ঃ মৎস্যখাদ্য বিক্রয় (খুচরা)	মৎস্যখাদ্য	২,০০/-	৫,০০/-	২,৫০/-	৩,০০/-

শর্তাবলী ঃ

ক) আবেদনকারী ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে আবেদন ফি জমা দিয়ে লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করবেন এবং আবেদন যাচাই বাছাই শেষে লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লাইসেন্স ফি জমা দেয়ার আদেশ প্রদান করবেন।

খ) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা-৮ মোতাবেক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি, আবেদন ফি ও আপিল আবেদন ফি ধার্যপূর্বক প্রণীতব্য মৎস্যখাদ্য বিধিমালা কার্যকর হবার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রজ্ঞাপনটি বলবৎ থাকবে এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা কার্যকর হবার সাথে সাথে এই প্রজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৪। এমতাবস্থায় অনুচ্ছেদ ০৩ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে উহা প্রজ্ঞাপন আকারে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

১০/০৬/২০১০

(শাব্বীর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
টেলিঃ ৭১৬৭৩০৬

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি ঃ

১। মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, ঢাকা।

ফরম-১

~~[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]~~

স্বত্বাধিকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

বিষয়ঃ মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণকারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স-এর আবেদনপত্র

১। স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বিস্তারিত ঠিকানা ঃ

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ক) সদর দপ্তর ঃ

(খ) কারখানা ঃ

৩। উৎপাদিতব্য মৎস্যখাদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৪। প্রস্তাবিত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ট.) ঃ

৫। মৎস্যখাদ্য মজুদ ক্ষমতা (মে.ট.) ঃ

৬। কারখানার অবকাঠামোগত সুবিধাদি ঃ
(ভবন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)

৭। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিবরণ ঃ

৮। জনবলের তথ্যাদি (ক) সাধারণ ঃ

(খ) কারিগরী ঃ

৯। আয়কর পরিশোধের সনদ (হাল নাগাদ) ঃ

১০। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ (যদি থাকে) ঃ

১১। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি ঃ

১২। আবেদন ফি জমার রশিদ (মূল কপি) ঃ

১৩। অন্যান্য তথ্যাদি
(যেমন-টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধের হালনাগাদ কপি)ঃ

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার/আমাদের জানামতে সঠিক। আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা-এ বর্ণিত আদর্শমাত্রা অনুযায়ী তৈরি মৎস্যখাদ্যে পুষ্টিমান বজায় রাখিব এবং সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

শাব্বীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বত্বাধিকারী/ স্বত্বাধিকারী গণের স্বাক্ষর
তারিখ ঃ
(সীলমোহর)

স্বত্বাধিকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

ফরম-২

~~[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]~~

বিষয়ঃ মৎস্যখাদ্য ও খাদ্য উপকরণ আমদানি/রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স-এর আবেদনপত্র

১। স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বিস্তারিত ঠিকানা ঃ

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

৩। মালামাল সংরক্ষণাগারের ঠিকানা ঃ

৪। সংরক্ষণাগারের/গুদামের ধারণ ক্ষমতা ঃ

৫। আমদানি/রপ্তানির লাইসেন্স-এর বিবরণ ঃ
(সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। আবেদন ফি জমার রশিদ (মূল কপি) ঃ

৭। আয়কর পরিশোধের সনদপত্র (হালনাগাদ) ঃ

৮। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ (যদি থাকে) ঃ

৯। অন্যান্য তথ্যাদি ঃ

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক। আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা-এ বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

শাব্বীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

(সীলমোহর)

স্বত্বাধিকারী সত্যায়িত
পাসপোর্ট
সাইজের ছবি
(২ কপি)

ফরম-৩

~~[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]~~

বিষয়ঃ মৎস্যখাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী ও খুচরা)-র জন্য লাইসেন্স-এর আবেদনপত্র

১। স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বিস্তারিত ঠিকানা ঃ

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

৩। বিক্রয়যোগ্য মৎস্যখাদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৪। সংরক্ষণাগারের/গুদামের ধারণ ক্ষমতা ঃ

৫। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধাদি ঃ

৬। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি ঃ

৭। আবেদন ফি জমার রশিদ (মূল কপি) ঃ

৮। অন্যান্য তথ্যাদি (যদি থাকে) ঃ

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক। আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা-এ বর্ণিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

শাব্বীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

(সীলমোহর)

ফরম-৪
বিধি-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তি

মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/ মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি/ মৎস্যখাদ্য সংরক্ষণ ও বিক্রেতা (খুচরা ও পাইকারী) এর লাইসেন্স

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখঃ..............................খ্রিষ্টাব্দ

২। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ঃ

৩। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ
(সরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন/যৌথ মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানী)

৪। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর তথ্যাদি ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠান/মালিকের নাম ও পদবী ঃ

(খ) পিতার নাম ঃ

(গ) মাতার নাম ঃ

(ঘ) বর্তমান ঠিকানা/ব্যবসায়িক ঠিকানা/দোকান/কারখানার ঠিকানা ঃ

(ঙ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ

৫। লাইসেন্সের ক্যাটাগরি ঃ

৬। বার্ষিক মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা/
আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ/বিক্রয়ের পরিমাণ ঃ

৭। লাইসেন্সের মেয়াদ ঃ .... হইতে ....পর্যন্ত।

তারিখঃ

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
(সীলমোহর)

নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হইলঃ
(ক) লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে;
(খ) লাইসেন্সধারীকে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর আওতায় প্রণীত বিধি মোতাবেক মৎস্যখাদ্য এই মর্মে নিশ্চিত করতে হবে
(গ) ভেজাল মৎস্যখাদ্য পরিহার করিতে হইবে। খাদ্যে কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান থাকিলে সেক্ষেত্রে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ১২ ও ১৪ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
(ঘ) ক্ষেত্রমত বিধি অনুযায়ী যেকোন শর্ত (যদি থাকে)।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
(সীলমোহর)

নবায়ন

নবায়নের মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		

শাব্বীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নমুনা

ফরম-৪

সাময়িক

স্মারক নং-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি/মৎস্যখাদ্য সংরক্ষণ ও বিক্রেতা (খুচরা ও পাইকারী) এর লাইসেন্স

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ ০০০১/১০ তারিখঃ...............................খ্রিষ্টাব্দ

২। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ঃ মোঃ আকতার হাসান

৩। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন
(সরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন/যৌথ মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানি)

৪। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর তথ্যাদি

(ক) নাম ও পদবী ঃ মেসার্স আকতার হাসান ট্রেডার্স

(খ) পিতার নাম ঃ আলহাজ্ব মোঃ ফজলুর রহমান

(গ) মাতার নাম ঃ পিয়ারা বেগম

(ঘ) বর্তমান ঠিকানা ঃ ২৯/গগনবাবু রোড, খুলনা

(ঙ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ মেসার্স আকতার হাসান ট্রেডার্স, ২৩ নতুন বাজার লঞ্চ ঘাট রোড, খুলনা।

৫। লাইসেন্সের ক্যাটাগরি ঃ মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি

৬। বার্ষিক মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা/
আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ/বিক্রয়ের পরিমাণ ঃ ১০০০ টন

৭। লাইসেন্সের মেয়াদ ঃ ১লা জুলাই ২০১০ হইতে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত।

তারিখঃ

(মোঃ মজিবুর রহমান)
মহাপরিচালক (অঃদাঃ)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ই-মেইলঃ dg@fisheries.gov.bd

ফরম-৫

~~[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]~~

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পত্র নং তারিখ ঃ

বিষয়ঃ মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/ মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি/ মৎস্যখাদ্য সংরক্ষণ ও বিক্রয় এর লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। আবেদনের তারিখ ঃ

৩। আবেদনকৃত লাইসেন্সের বিষয় ঃ

৪। লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ার কারণসমূহ ঃ

(ক)................ ....

(খ)..

(গ)..

তারিখঃ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(সীলমোহর)

শাব্বীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফরম - ৬

~~[বিধি ১১ দ্রষ্টব্য]~~

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পত্র নং   তারিখ ঃ

বিষয়ঃ ভেজাল মৎস্যখাদ্য এবং এর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত পণ্য ও সরঞ্জামাদি বাজেয়াপ্তকরণ।

১। উৎপাদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের নাম ও ঠিকানা - (ক) সদর দপ্তর ঃ

(খ) কারখানা ঃ

(গ) বিক্রয়কেন্দ্র/দোকানঃ

৩। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নম্বর ও প্রদানের তারিখ ঃ

৪। উৎপাদিত মৎস্যখাদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৫। ভেজাল মৎস্যখাদ্যের নমুনা সংগ্রহের তারিখ ঃ

৬। 'নমুনা' পরীক্ষাগারের (ক) নাম ও ঠিকানা ঃ

(খ) পরীক্ষার তারিখ ঃ

৭। মৎস্যখাদ্যে প্রাপ্ত ভেজাল উপকরণাদির বিবরণ ঃ

৮। ভেজাল মৎস্যখাদ্যের উৎপাদন ব্যাচের তথ্যাদি-

(ক) লট নম্বরঃ   তারিখ ঃ

(খ) লটে মোট উৎপাদন ঃ

(গ) বর্তমান মজুদ খাদ্যের পরিমাণ ঃ   তারিখঃ

৯। বাজেয়াপ্তযোগ্য মৎস্যখাদ্যের বিবরণ ও পরিমাণ ঃ

১০। বাজেয়াপ্তযোগ্য মৎস্যখাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির বিবরণ ঃ

১১। বাজেয়াপ্তকরণের তারিখ ঃ

তারিখঃ

শাব্বীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(সীলমোহর)

আবেদন ফি/ফরম নেয়ার জন্য/জমা দেয়ার কোড:

"বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি" ১/৪৪৩১/০০০০/২৬৮১

লাইসেন্স ফি জমা দেয়ার কোড: লাইসেন্স ফি: ১/৪৪৩১/০০০০/১৮৫৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্যখাদ্য অধ্যাদেশ সম্পর্কিত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার **মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ ২০০৮** জারী করেছে।
- এই অধ্যাদেশের ধারা-৪ অনুযায়ী মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারক ফ্যাক্টরি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ এর মধ্যে অবশ্যই মৎস্য খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক উপরোল্লিখিত কার্যাদি পরিচালনায় লাইসেন্স গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবরে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
- ক্যাটাগরি-১ ও ২ এর জন্য আবেদন ফরমের মূল্য ৫০০.০০ টাকা এবং ক্যাটাগরি-৩ (ক) ও ৩ (খ) এর জন্য আবেদন ফরমের মূল্য যথাক্রমে ৩০০.০০ ও ২০০.০০ টাকা ।
- **"বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি ঃ ১/৪৪৩১/০০০০/২৬৮১"** অর্থনৈতিক কোড-এ নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিয়ে চালান সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাইপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ শাখায় জমা দিয়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
- বিভিন্ন ক্যাটাগরির মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারকের জন্য লাইসেন্স ফি নিম্নরূপঃ

ক্যাটাগরি-১ঃ মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ	ঃ ১০০০০.০০ টাকা
ক্যাটাগরি-২ঃ মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি	ঃ ১০০০০.০০ টাকা
ক্যাটাগরি-৩ (ক)ঃ মৎস্যখাদ্য বিক্রয় (পাইকারী)	ঃ ১০০০.০০ টাকা
ক্যাটাগরি-৩ (খ)ঃ মৎস্যখাদ্য বিক্রয় (খুচরা)	ঃ ৫০০.০০ টাকা

- নির্দিষ্ট অংকের লাইসেন্স ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে **"লাইসেন্স ফি ঃ ১/৪৪৩১/০০০০/১৮৫৪"** অর্থনৈতিক কোড-এ জমা দিয়ে চালান সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাইপূর্বক আবেদন পত্রের সাথে **মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর** ~~বরাবরে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ এর মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।~~
- কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর মাধ্যমে ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন ও বিপণন করতে পারবেন না। এই বিধান লংঘন করলে এই অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
- মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষায় মৎস্যখাদ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শমাত্রা না পাওয়া গেলে বা পুষ্টিবিরোধী কোন উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের মিশ্রণ পাওয়া গেলে উক্ত মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল হবে।
- কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ করলে উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য অনুর্ধ্ব এক বছরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ